দৈনিক সংবাদ

SEP. 03 1999

তারিখ ... ... SEP. 03 1999 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6 ......

'শব্দানুসন্ধান' প্রসঙ্গে

আমার নিয়মিত 'সংবাদ' পড়া হয়ে ওঠে না। কিন্তু গত ১৯শে আগস্ট '৯৯-এ 'সংবাদ'-এর চিঠিপত্র স্তম্ভে 'শব্দানুসন্ধান'কে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মহাশয় ও এম. এ সামাদ সাহেবের মধ্যে অকস্মাৎ এক পত্রবিতর্ক দৃষ্টিগোচরীভূত হয়।

আমি নিজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র কিংবা কিছু একটা নই। আমার অধীত ও আয়ত্ব ব্যাকরণ-জ্ঞান দিয়েই বর্ণিত বিতর্কের অবসানে অভিলাষী।

বাংলা ব্যাকরণের দু'টো গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'সন্ধি' ও 'সমাস'। 'সন্ধি' নিঃশর্ত ও তর্কাতীতভাবে সন্ধি; 'সমাস' কিন্তু তা নয়। কারণ সমাস নিষ্পন্ন হওয়ার পর সমাসবদ্ধ পদ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণভাবে সন্ধিমুক্ত (যে ক্ষেত্রে সন্ধি হবার অবকাশ রয়েছে) হয়।

প্রতিপাদ্য বিতর্কের প্রতিটি শব্দ তৎসম। তজ্জন্য এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে আত্মীকৃত বাংলা ব্যাকরণের শৃংখলে সম্পাদিত হবে - এর কোন ব্যত্যয় নেই। তাই পত্র-বিতর্কে উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত শব্দনিচয়ের কয়েকটি নিম্নে টেনে এনে সন্ধি ও সমাসের আলোকে এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদানের ক্ষুদ্র প্রয়াস পাচ্ছি।

কেবল সন্ধি হলে	পূর্বে সমাস নিষ্পন্ন হয়ে পরে অভ্যন্তরীণভাবে সন্ধি (সে ক্ষেত্রে সন্ধির অবকাশ আছে) হলে	কেবল সমাস নিষ্পন্ন করে রাখা হলে
১। শব্দ+অনুসন্ধান= শব্দানুসন্ধান (কোন অবস্থাতেই 'শব্দ-অনুসন্ধান' নয়)	শব্দের অনুসন্ধান = শব্দানুসন্ধান	শব্দের অনুসন্ধান= শব্দ-অনুসন্ধান
২। সন্ধ্যা+আহ্নিক = সন্ধ্যাহ্নিক (কোন অবস্থাতেই 'সন্ধ্যা-আহ্নিক' নয়)	সন্ধ্যা ও আহ্নিক = সন্ধ্যাহ্নিক	সন্ধ্যা ও আহ্নিক = সন্ধ্যা-আহ্নিক
৩। ঈশ্বর+ইচ্ছা = ঈশ্বরেচ্ছা (কোন অবস্থাতেই 'ঈশ্বর-ইচ্ছা' নয়)	ঈশ্বরের ইচ্ছা = ঈশ্বরেচ্ছা	ঈশ্বরের ইচ্ছা = ঈশ্বর-ইচ্ছা
৪। পিতৃ+আজ্ঞা = পিত্রাজ্ঞা (কোন অবস্থাতেই 'পিতৃ-আজ্ঞা' নয়)	পিতার আজ্ঞা = পিত্রাজ্ঞা	পিতার আজ্ঞা = পিতৃ-আজ্ঞা
৫। শরৎ+চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র (কোন অবস্থাতেই 'শরৎ-চন্দ্র নয়)	শরতের (শরৎকালের) চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র	শরতের (শরৎ কালের) চন্দ্র= শরৎ-চন্দ্র

আমার মনে হয়, ব্যানার্জি মহাশয় সন্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'শব্দানুসন্ধান' প্রসঙ্গে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। সন্ধির শৃঙ্খলে তাঁর বক্তব্য ১০০% সঠিক। আর সামাদ সাহেব সমাজের উপর ভিত্তি করে সহজ উচ্চারণ ও শ্রুতি মাধুর্যের কথা উল্লেখ করে যুক্তির অবতারণা করেছেন। তবে সামাদ সাহেবকে বলছি, আপনার যুক্তি ও বক্তব্য কেবল সমাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সন্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ বা সন্ধির সাথে সম্পৃক্ত সমাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে আপনার উল্লিখিত 'সহজ উচ্চারণ' ও 'শ্রুতি মাধুর্য' একেবারেই মাধুর্যহীন।

আশাকরি এখানেই এ বিতর্কের অবসান হবে। সকলকে ধন্যবাদ।

শফিকুর রহমান
পদার্থবিদ্যা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।